যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে মিছিলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাসানুজ্জামান, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রোকনুজ্জামান, মেহেদী হাসান রোকন, পৌর যুবদলের সভাপতি সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা।

বক্তারা নবগঠিত কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্রদলের মোটরসাইকেল শোডাউন

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।

রোববার বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে শোডাউনটি অনুষ্ঠিত হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউনটি মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়, কলেজ মোড় ও হাসপাতাল মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোডাউনে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাসান, পৌর ছাত্রদলের নেতা রাব্বি, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সুইম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সাজ্জাদসহ ছাত্রদল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুটি আসনের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব পেলেন শওকত আরা ঊর্মি

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় দলটির ৩৬ জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলের ৭৯টি আসনের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সভায় জানানো হয়, এখন থেকে অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি মেহেরপুর সদর ও গাংনী এই দুটি আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করবেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে ডিও লেটার (আধা-সরকারি পত্র) প্রদান করতে পারবেন।

অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার পখমসার গ্রামের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে তিনি ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মোটরসাইকেল শোডাউন

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। এ সময় মশাল মিছিলে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আবারও আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এ মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মোটরসাইকেল শোডাউনটি বিক্ষোভ মিছিল আকারে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তারা সাম্প্রতিক মশাল মিছিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, গত ৩ জুন বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে বনবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “দামুড়হুদার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন হাতে মিছিল বের করে একটি মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম। তারা এখন পর্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবারও সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

সমাবেশ থেকে আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী কর্মসূচিতে উপজেলার সব পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানানো হয়।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, মশাল মিছিলের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে মনোনীত হওয়ায় শরিফুজ্জামান শরিফকে সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফকে এক বর্ণাঢ্য গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন।

গণসংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক শরিফুজ্জামান শরিফ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পিটু, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক সেলিমুল হাবিব প্রমুখ।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদুল হক, যুবদলের আহ্বায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, সদস্যসচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নাজিমুদ্দিন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্যসচিব রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার হোসেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন, হারদী

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনির হোসেন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুজ্জোহা মিল্টন, বাড়াদী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের নেতা তোবারক হোসেন, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বিপ্লব হোসেনসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি-সম্পাদকগণ।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌর বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা শেষে নবনিযুক্ত প্রশাসককে নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ বলেন,

“আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, দূর-দূরান্ত থেকে আসা আমার প্রাণপ্রিয় দলীয় সহকর্মী, বীর জনতা এবং উপস্থিত সাংবাদিক ভাইয়েরা সবার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান ও ভালোবাসায় সিক্ত করলেন, তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে আমার এই নিয়োগ আসলে কোনো ব্যক্তিগত পদ বা ক্ষমতার বিষয় নয়; এটি চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণ এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও ত্যাগের ফসল।”

শরিফুজ্জামান শরিফ আরও বলেন, “১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারিনি। বিজয়ী করতে না পারার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পরাজয়ের পর অনেকেই খুশি হয়েছেন, অনেকেই বলে বেড়িয়েছেন আমরা ছাড়া পাশ করা সম্ভব নয়। অনেকেই সরাসরি বিরোধিতা করেছেন, আবার অনেকে গোপনে বিরোধিতা করেছেন।

আমি একটি বার্তা আপনাদের দিতে চাই। ২০০৮ সালে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন অহিদুল ইসলাম বিশ্বাস। জামায়াতে ইসলামীসহ ১৮-দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে আমরা এক লাখ ভোট পেয়েছিলাম।”

তিনি বলেন, “আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, জেলা পরিষদকে আমি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত এবং জনবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব। অতীতে

যারা জেলা পরিষদকে নিজেদের পকেট ভারী করার মাধ্যম বানিয়েছিল, তাদের দিন শেষ। এখন থেকে প্রতিটি বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গার রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন তা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, সে জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই।

দলের মধ্যে কোনো গ্রুপিং করবেন না। অতীতে আমরা গ্রুপিংয়ের কারণে এই আসনটি হারিয়েছি। আসনটি পুনরুদ্ধার করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। দেশের এই ক্রান্তিকালে আমাদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। কোনো ধরনের অন্যায় বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমি আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য। আপনারা যেভাবে অতীতে সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দলের পতাকা ধরে রেখেছিলেন, আগামীতেও ঠিক সেভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গাকে একটি সমৃদ্ধ ও মডেল জেলায় রূপান্তর করতে আমাকে সহযোগিতা করবেন।”

দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনায় শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য ও যুবদলের অন্যতম নেতা রকিবুল হাসান ব্রাইটের নেতৃত্বে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি দর্শনা রেলইয়ার্ড চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট। এ সময় তিনি বলেন,

“বিগত দিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদল দর্শনায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে মিছিল-মিটিং করেছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যদি সৎ সাহস থাকে, তবে তারা প্রকাশ্যে মাঠে এসে দেখাক। অযথা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তবে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যুবদল ও ছাত্রদল রাজপথে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।”

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য মিতুল মিয়া, সুলতান, শাহাবুদ্দিন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য হারেজ উদ্দিন, যুবদল নেতা মমিন, মিতু, রকি, জাবেদ, চঞ্চল, রনি, মদন মণ্ডল, সাগর, সোহাগ, ইউনুস, অনিক, সাজু ও মনির। দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সদস্যসচিব রাশিদুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সাঈদ রতন। জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়েল ইসলাম লিওন, যুগ্ম সম্পাদক সামাউল হাসান, আরিফ হোসেন, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মোফা, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের হাসিবুল ইসলাম, শান্ত আহমেদ, ১ নম্বর সদস্য আরিফ খান, মামুন, খালিদ, সাইফুল্লাহ এবং ছাত্রনেতা আমিন, ইমন, আল-আমিন, শরিফ, সবুজসহ স্থানীয় অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে যুবদলের আনন্দ মিছিল

কেন্দ্রীয় যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে আব্দুল মোনায়েম মুন্নাকে সভাপতি, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক এবং মেহেরপুরের সন্তান প্রিন্স আহমেদ ইমরানকে তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক মনোনীত করায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মেহেরপুরে জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌরসভা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বারাদী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, সদর উপজেলা যুবদল নেতা শফিকুল ইসলাম মিঠুন, পৌর যুবদল নেতা রাকিবুল ইসলাম রিপনসহ যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এ সময় নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সফলতা কামনা করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় যুবদলের

তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক হলেন মেহেরপুরের প্রিন্স আহমেদ ইমরান

বিএনপির অঙ্গসংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেরপুরের সন্তান প্রিন্স আহমেদ ইমরান।

বৃহস্পতিবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি জানানো হয়।

নতুন ঘোষিত কমিটিতে যুবদলের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও পুরোনো নেতাদের ওপরই আস্থা রেখেছে বিএনপি। সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আবদুল মোনায়েম।

মেহেরপুরের সন্তান প্রিন্স আহমেদ ইমরান কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত হওয়ায় জেলা ও স্থানীয় বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির

উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের

শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা, খাবার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের ভূমি অফিসপাড়ায় পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখা কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ বারী ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, “শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম প্রবর্তক। দেশের সংকটময় সময়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ও কর্মময় জীবন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, “জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।”

আলোচনা সভা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপস্থিত নেতাকর্মী ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।